www.AmarIslam.com

ঘোড়ার আরোহী

ABLOG GHUR SAWAR

- কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার জন্য কি পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে
- ছাগল ছুরির দিকে দেখছিল
- ত্রুটিপূর্ণ পশুর বিবরণ, যা দ্বারা কুরবানি হয় না
- মাছির প্রতি দয়া করায় মাগফিরাত হয়ে গেল
- কুরবানির সময় তামাশা দেখা কেমন ?
- কসাইয়ের জন্য ২০টি মাদানী ফুল
- পশুর ২২টি হারাম অংশ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে
ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ
ইলইয়াস আত্তার ক্বাদিরি রযবী
দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দু'আ

দ্বীনি কিতাব বা ইসলামী সবকাদি পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দু'আটি পড়ে নিন إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দু'আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ হে **আল্লাহ** عَزَّوَجَلَّ আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

১৩ শাওয়ালুল মুকাররম, ১৪২৮ হিজরী

(দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনের আফসোস

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যার দুনিয়াতে ইলম অর্জন করার সুযোগ ছিল কিন্তু অর্জন করলনা এবং ঐ ব্যক্তিরও হবে, যে ইলম অর্জন করেছে এবং অন্যরা তার থেকে শুনে ফায়দা অর্জন করেছে কিন্তু সে অর্জন করেনি (অর্থাৎ ইলম অনুযায়ী আমল করেনি)"

(তারিখ দামেশদ লি ইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৮, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

সূচি পত্র

দুরূদ শরীফের ফযীলত	৩	ত্রুটিপূর্ণ পশুর বিবরণ, যা দ্বারা কুরবানি হয় না	১২
ঘোড়ার আরোহী	৩	জবেহ করার মধ্যে কয়টি রগ কাটা উচিত?	১৩
চারটি হাদীস শরীফ	৪	কুরবানি করার পদ্ধতি	১৪
কর্জ নিয়েও কি কুরবানী করতে হবে ?	৫	কুরবানির পশু জবেহ করার পূর্বে নিম্নলিখিত দু'আ পড়বেন	১৪
পুলসিরাতের বাহন	৫	মাদানী আবেদন	১৫
কুরবানি দাতারা চুল ও নখ কাটবেন না	৬	ছাগল জান্নাতী পশু	১৫
গরীবদের কুরবানি	৭	পশুর উপর দয়া করার আবেদন	১৬
মুস্তাহাব কাজের জন্য গুনাহের অনুমতি নেই	৭	মৃত্যুর পর মজলুম পশু নিয়োজিত হতে পারে	১৭
কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য কি পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে ?	৮	কুরবানির সময় তামাশা দেখা কেমন?	১৮
সময়ের মধ্যে শর্তাবলী পাওয়া গেলেই কুরবানি ওয়াজিব হবে	৯	কুরবানীর পশু কে আরাম দান করুন	১৮
কুরবানির ১২টি মাদানী ফুল	১০	ত্রুটিপূর্ণ পশুর বিবরণ, যা দ্বারা কুরবানি হয় না	১২

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক 'কীরাত' সাওয়াব লিখে দেন, আর 'কীরাত' উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (আব্দুর রাজ্জাক)

সূচি পত্র

পশুকে পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় জবেহ করবেন না	১৯	চাঁদার টাকা দিয়ে সম্মিলিতভাবে কুরবানীর গরু ক্রয় করা	২৪
ছাগল ছুরির দিকে দেখছিল	২০	গরীবদেরকে চামড়াসমূহ নিতে দিন	২৫
জবেহের জন্য পা ধরে হেঁচড়িও না	২১	চামড়ার জন্য অনর্থক বাড়াবাড়ি করবেন না	২৫
মাছির প্রতি দয়া করায় মাগফিরাতের কারণ হয়ে গেল	২১	সুন্নী মাদরাসাসমূহের চামড়া সংগ্রহ করবেন না	২৬
মাছি মারা কেমন ?	২১	সুন্নী মাদরাসাকে চামড়া নিজে দিয়ে আসুন	২৭
কুরবানীতে আকীকার অংশ	২২	নিজের কুরবানির চামড়া বিক্রি করে দিল, তবে ?	২৮
সম্মিলিত কুরবানির মাংস ওজন করে বন্টন করতে হবে	২২	কসাই এর জন্য ২০টি মাদানী ফুল	২৮
অনুমানের ভিত্তিতে মাংস বন্টনের দু'টি কৌশল	২২	পশুর ২২টি হারাম অংশ	৩৬
কুরবানীর মাংসের তিন ভাগ	২৩	কুরবানীর চামড়া সংগ্রহকারী জন্য ২২ টি নিয়্যত এবং সতর্কতা	৩৯
ওসিয়্যতের কুরবানীর মাংসের মাসআলা	২৪	একটি গুরুত্বপূর্ণ শরীয়তের মাসআলা	৪২
ছয়টি প্রশ্নোত্তর	২৪	চাঁদার টাকা দিয়ে সম্মিলিত ভাবে কুরবানীর গরু ক্রয় করা	২৪

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ঘোড়ার আরোহী

শয়তান আপনাকে লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এই রিসালা সম্পূর্ণ পড়ে নিন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ কুরবানী সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জিত হবে।

দুরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলগণের সরদার, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ বাণী হচ্ছে: "হে লোকেরা! নিঃস্বন্দেহে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, তোমাদের মধ্যে যে আমার প্রতি দুনিয়াতে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।"

(আল ফিরদৌস বিমাচুরিল খাত্তাব, খন্ড-৫ম, পৃ-২৭৭, হাদীস নং-৮১৭৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

ঘোড়ার আরোহী

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন ইছহাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন : আমার ভাই দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও **আল্লাহ** তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে প্রতি বছর কুরবানির ঈদে কুরবানি করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, কিয়ামত সংগঠিত হয়ে গেছে এবং মানুষ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

তাদের নিজ নিজ কবর থেকে বের হয়ে এসেছে। একাকী আমার মরহুম ভাইকে একটি সুন্দর বিচিত্র বর্ণের ঘোড়ায় আরোহী অবস্থায় দেখলাম। তাঁর সাথে আরো অনেক ঘোড়া ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 'হে আমার ভাই! مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ** তা'আলা আপনার সাথে কি ধরনের আচরণ করেছেন? তিনি বললেন : **'আল্লাহ** তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।' (আবার জিজ্ঞাসা করলাম) "কোন আমলের কারণে?" উত্তরে বললেন : "একদিন কোন এক গরীব বৃদ্ধা মহিলাকে সাওয়াবের নিয়্যতে আমি একটি দিরহাম দান করেছিলাম, ঐ দানই আজ কাজে এসেছে।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম : "এই ঘোড়াগুলো কিভাবে পেলেন?" উত্তরে বললেন: "এই সব ঘোড়া আমার কুরবানির ঈদের (আমার দেওয়া) কুরবানির পশু এবং যেই ঘোড়ায় আমি আরোহণ করেছি তা আমার জীবনের প্রথম কুরবানি।" আমি আবার জানতে চাইলাম : "এখন কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন?" তিনি উত্তরে বললেন : "জান্নাতের উদ্দেশ্যে"। এই কথা বলে তিনি আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

(দুররাতুন নাছেহীন, পৃ-২৯০)

আল্লাহ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

চারটি হাদীস শরীফ

প্রিয় নবী ﷺ এর চারটি বাণী ঃ

(১) "কুরবানী দাতার কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি লোমের পরিবর্তে একটি নেকী অর্জিত হয়।" (তিরমিযি, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৬, হাদীস-১৪৯৮)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পযন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

(২) "যে খুশি মনে সওয়াবের নিয়্যতে কুরবানী করল, তবে সে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে।" (আল মুজামুল কবীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৪, হাদীস-২৭৩২) (৩) "হে ফাতেমা! নিজের কুরবানীর পশুর নিকট উপস্থিত থাক, কেননা যখন এটার রক্তের প্রথম ফোটা পড়ে, তোমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (আস্ সুনানুল কবীর লিল বায়হাকী, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৭৬, হাদীস-১৯১৬১) (৪) "যে ব্যক্তির কুরবানী করার সামর্থ্য থাকার পরও কুরবানী করে না, তবে সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটে না আসে।"

(ইব্নে মাজাহ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫২৯, হাদীস-৩১২৩)

কর্জ নিয়েও কি কুরবানী করতে হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি কুরবানি করার সামর্থ রাখার পরেও নিজের ওয়াজিব কুরবানি আদায় করে না। তাদের জন্য চিন্তার বিষয় এটা যে, প্রথমে এটা কি কম ক্ষতি যে, কুরবানি না করার কারণে এত বড় সওয়াব থেকে বঞ্চিত হল, অতঃপর সে গুনাহগার এবং জাহান্নামের হকদার হল। **'ফতোয়ায়ে আমজাদীয়া'**র ৩য় খন্ডের ৩১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: 'যদি কারো উপর কুরবানি ওয়াজিব এবং ঐ সময় তার কাছে টাকা নেই, তবে কর্জ নিয়ে বা কোন জিনিস বিক্রি করে কুরবানি করবে।'

পুলসিরাতের বাহন

সারকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ করেন:"মানুষ কুরবানির ঈদের দিন এমন কোন নেক আমল করে না, যা **আল্লাহ** তা'আলার নিকট (কুরবানির পশু যবেহের মাধ্যমে এর) রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে অধিক প্রিয়। (অর্থাৎ এই দিন কুরবানির পশু যবেহ করে এর রক্ত প্রবাহিত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

করাটাই উত্তম ইবাদত।) এই কুরবানির পশু কিয়ামতের দিন নিজ শিং, লোম এবং খুর (পা) নিয়ে উপস্থিত হবে। আর কুরবানির পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই **আল্লাহ** তা'আলার দরবারে কবুল হয়ে যায়। অতএব তোমরা খুশী মনে কুরবানি কর।"

(তিরমিযী শরীফ, ৩য় খন্ড, পৃ-১৬২, হাদীস নং-১৪৯৮)

হযরত সায়্যিদুনা শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন : '(কিয়ামতের দিন) কুরবানীর পশুকে কুরবানি দাতার নেক আমলের পাল্লায় রাখা হবে, যার মাধ্যমে নেকীর পাল্লা ভারী হবে।' (আশআতুল লুমআত, খন্ড-১ম,পৃ-৬৫৪) হযরত মোল্লা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন : 'অতঃপর (কুরবানির পশুটি) তার জন্য বাহন হবে, যার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত সহজভাবে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে এবং ঐ কুরবানির পশুর প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কুরবানি দাতার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (জাহান্নাম থেকে মুক্তির) বদলা হিসেবে গণ্য হবে।' (মিরকাতুল মাফাতীহ, হাদীস নং-১৪৭০, খন্ড-৩য়, পৃ-৫৭৪)

কুরবানি দাতারা চুল ও নখ কাটবেন না

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফ্তী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাক (অর্থাৎ যখন জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন এসে যায় এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কুরবানী করতে চায় সে যেন নিজের চুল ও চামড়ায় হাত না লাগায়, তথা না কাটে।) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন : "যে ধনী ব্যক্তি ওয়াজিব হিসেবে অথবা যে গরীব ব্যক্তি নফল হিসেবে কুরবানি করার ইচ্ছা পোষণ করে সে জিলহজ্জের চাঁদ দেখা থেকে শুরু করে কুরবানি করা পর্যন্ত নিজের নখ, চুল এবং শরীরের মৃত চামড়া কাটবে না এবং

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

অন্যকে দিয়ে কাটাবেও না। যাতে করে হাজী সাহেবানদের সাথে কিছু সাদৃশ্য হয়ে যায়। যেমন-তাঁরা (হাজীগণ) ইহরাম অবস্থায় ক্ষৌরকর্ম করতে পারেন না, যেন কুরবানি দাতার প্রতিটি চুল ও নখের (জাহান্নাম থেকে মুক্তির) বদলা হয়ে যায়। এ নির্দেশটা মুস্তাহাব, আবশ্যক নয়। (অর্থাৎ ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। যদি সম্ভব হয় মুস্তাহাবের উপর আমল করা দরকার। যদি কেউ চুল বা নখ কাঁটে তবে গুনাহ হবে না। এরকম করার দ্বারা কুরবানিতে কোন ক্ষতি হবে না। কুরবানি শুদ্ধ হয়ে যাবে।) এজন্য কুরবানি দাতারা ক্ষৌরকর্ম না করাটাই উত্তম, কিন্তু এটা মানা জরুরী নয়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, "ভাল বস্তুর সাদৃশ্যতাও ভাল।"

গরীবদের কুরবানি

মুফ্তি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো বলেন: 'বরং যারা কুরবানি করতে অপারগ তারাও এই দশ দিন অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন ক্ষৌরকর্ম করবেন না। কুরবানির ঈদের দিন ঈদের নামাযের পর ক্ষৌরকর্ম করবেন। তাহলে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ (কুরবানির) সাওয়াব পাবেন। (মিরআতুল মানাজিহ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৭০)

মুস্তাহাব কাজের জন্য গুনাহের অনুমতি নেই

মনে রাখবেন! প্রতি চল্লিশদিন অন্তর অন্তর নখ কাটা, বগল এবং নাভীর নিচের লোম পরিস্কার করা উচিত। চল্লিশ দিনের চেয়ে বেশী দেরী করা গুনাহ। যেমন আমার আক্বা আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন : এ (অর্থাৎ- জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে নখ ইত্যাদি না কাটার) হুকুম শুধু মুস্তাহাব, আমল করলে উত্তম, আমল না করলে সমস্যা নেই। তাকে নাফরমানী কলা যাবে না। কুরবানীর মধ্যে ক্ষতি হওয়ার কোন কারণ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

নেই। বরং যদি কোন ব্যক্তি ৩১ দিন থেকে কোন কারণে হোক বা কারণ ছাড়া হোক নখ না কাটে যে, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা গেছে তবে সে যদিও কুরবানী করার ইচ্ছা করে এই মুস্তাহাবের উপর আমল করতে পারবে না। এখন দশ তারিখ পর্যন্ত নখ রাখলে নখ কাটতে এক চল্লিশদিন হয়ে যাবে এবং চল্লিশদিন থেকে বেশী নখ রাখা গুনাহ। মুস্তাহাব কাজের জন্য গুনাহ করতে পারবে না।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৩/৩৫৪)

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য কি পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে?

প্রত্যেক বালিগ, স্থায়ী বাসিন্দা, মুসলমান পুরুষ-নারী, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের উপর কুরবানি ওয়াজিব। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯২) নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, ঐ ব্যক্তির নিকট সাড়ে ৫২ তোলা রূপা অথবা তত পরিমাণ সম্পদের মূল্য অথবা তত পরিমাণ সম্পদের ব্যবসার মাল অথবা তত পরিমাণ সম্পদের মৌলিক প্রয়োজন ছাড়া সরঞ্জাম হোক এবং তার উপর **আল্লাহ** তায়ালা বা বান্দাদের এত কর্জ না হয় যা আদায় করতে গিয়ে বর্ণিত নিসাব বাকী থাকে না। ফোকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন : মৌলিক প্রয়োজন (অর্থাৎ জীবনের প্রয়োজনীয়তা) থেকে ঐ জিনিস উদ্দেশ্য যেগুলোর সাধারণ ভাবে মানুষের প্রয়োজন হয় এবং এগুলো ছাড়া জীবন ধারণ করা খুবই কঠিন আর অভাব অনুভূত হয় যেমন- থাকার ঘর, পরিধানের কাপড়, বাহন, ইলমে দ্বীনের কিতাবসমূহ এবং পেশার হাতিয়ার ইত্যাদি। (আল হিদায়, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৬) যদি 'মৌলিক প্রয়োজন' এর সংজ্ঞা চোখের সামনে রাখা হয়, তবে ভালভাবে জানা যাবে যে "আমাদের ঘরের অনেক জিনিস" এমন

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

রয়েছে যে, যা মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত নয়। এমনকি যদি ঐ গুলোর মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা'র সমপরিমাণে পৌঁছে তবে কুরবানি করা ওয়াজিব হবে। আমার আক্বা আলা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن কে প্রশ্ন করা হল যে, "যদি যায়েদের নিকট থাকার ঘর ছাড়া দু'একটি আরো (বেশি) ঘর থাকে, তবে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে কি-না?

উত্তর : ওয়াজিব। যখন শুধু ঘর বা তার এবং তার সম্পদে 'মৌলিক প্রয়োজন থেকে বেশী হয়, (অর্থাৎ- এতটুকু সম্পদ যে, যা সাড়ে বায়ান্ন তোলা চাঁদির সমপরিমাণের মূল্যে পৌছে। যদিও ঐ ঘরগুলো ভাড়ার ভিত্তিতে চালায় বা খালি পড়ে আছে বা সাধারণ জমি বরং (যদি) বসবাসের ঘর এত বড় যে, তার এক অংশ ঐ ব্যক্তির ঠান্ডা এবং গরম উভয় মৌসুমে বসবাসের জন্য যথেষ্ট এবং অপর অংশ প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত আর এ (অপর অংশের) মূল্য একাকী বা এরকম মৌলিক প্রয়োজন) থেকে অতিরিক্ত সম্পদের সাথে মিলে নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে। তখনও কুরবানি ওয়াজিব। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬১)

সময়ের মধ্যে শর্তাবলী পাওয়া গেলেই কুরবানি ওয়াজিব হবে

সম্পদ এবং অন্যান্য শর্তাবলী কুরবানির দিনসমূহের (অর্থাৎ ১০ই জিলহজ্জের সূর্যাস্ত পর্যন্ত) মধ্যে পাওয়া গেলে, তখনই কুরবানি ওয়াজিব হবে। এ মাসআলা বর্ণনা করতে গিয়ে সদরুশ শরীয়াহ, বদরুত ত্বরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"বাহারে শরীয়ত"** এর মধ্যে বলেন : এটা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক 'কীরাত' সাওয়াব লিখে দেন, আর 'কীরাত' উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (আব্দুর রাজ্জাক)

আবশ্যক নয় যে, দশম তারিখেই কুরবানি করে ফেলবে। এটার জন্য অবকাশ রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সময়ে (১০ই জিলহজ্জের সকাল) তার উপযুক্ত ছিল না। ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া যায়নি আর শেষ সময়ে (অর্থাৎ ১২ই জিলহজ্জের সূর্যাস্তের পূর্বে) উপযুক্ত হয়ে গেল অর্থাৎ কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া যায়, তবে তার উপর ওয়াজিব হয়ে গেল এবং যদি শুরুর সময়ে ওয়াজিব ছিল আর এখনো (কুরবানি) করেনি এবং শেষ সময়ে শর্তাবলী বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে কুরবানি ওয়াজিব রইল না। (আলমগীরি, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৩)

কুরবানির ১২টি মাদানী ফুল

(১) সাধারণভাবে এটা প্রচলিত আছে যে, সম্পূর্ণ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানি দেওয়া হয়ে থাকে। অথচ নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার কারণে পরিবারের একাধিক সদস্যের উপর কুরবানি দেওয়া ওয়াজিব হয়েছে। এদের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক কুরবানি দিতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, নতুন সংস্করণ খন্ড-২০, পৃ-৩৬৯)

(২) গরু, মহিষ এবং উট দ্বারা সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানি হয়ে থাকে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-৫ম, পৃ-৩০৪)

(৩) নাবালেগ সন্তানের উপর যদিও কুরবানি ওয়াজিব নয়, তবুও তার পক্ষ থেকে কুরবানি দেওয়া উত্তম এবং এক্ষেত্রে তাদের অনুমতি নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান বা স্ত্রীর পক্ষ থেকে কুরবানি দিতে চাইলে তাদের অনুমতি নিতে হবে। যদি তাদের অনুমতি ব্যতীত তাদের জন্য কুরবানি দেওয়া হয় তাহলে তাদের পক্ষ থেকে ওয়াজিব আদায় হবে না। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-৫ম, পৃ-৩০৪, কোয়েটা, বাহারে শরীয়ত, খন্ড-১৫, পৃ-১৩৪) অনুমতি দু' ধরনের হয়ে থাকে, ❋ প্রকাশ্য

ভাবে। যেমন-তাঁদের মধ্য থেকে কেউ যদি সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেয় যে, "আমার পক্ষ থেকে কুরবানি দিয়ে দাও।" ❋প্রমাণ সহকারে। (অর্থাৎ অনুমতি বুঝা যায় এমন আচার-আচরণের মাধ্যমে) যেমন- সে নিজের স্ত্রী কিংবা সন্তানদের পক্ষ থেকে কুরবানি আদায় করছে আর তারাও (স্ত্রী, সন্তানরা) এ ব্যাপারে অবগত আছে এবং সন্তুষ্টও রয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে আহলে সুন্নত, অপ্রকাশিত)

(৪) কুরবানির সময় কুরবানি করাটাই আবশ্যক। অন্য কোন বস্তু কুরবানির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। যেমন পশু কুরবানি করার পরিবর্তে পশুটি ছদকা করে দেওয়া বা উহার মূল্য দান করে দেওয়া যথেষ্ট নয়। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-৫ম, পৃ-২৯৩)

(৫) কুরবানির পশুর বয়স ঃ- উট ৫ বৎসর, গরু ২ বৎসর, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া ১ বছর। এর চেয়ে কম বয়সী হলে কুরবানি জায়েয হবে না। বেশী হলেও জায়েয বরং উত্তম। তবে দুম্বা কিংবা ভেড়ার ৬ মাস বয়সী বাচ্চা যদি দূর থেকে দেখতে এক বছর বয়স্ক দুম্বা, কিংবা ভেড়ার মত বড় মনে হয় তবে উহা দ্বারা কুরবানি জায়েয। (দুররে মুখতার, খন্ড-৯ম, পৃ-৫৩৩, দারুল মারেফাত, বৈরুত) স্মরণ রাখবেন! সাধারণত ৬ মাস বয়সের দুম্বা দ্বারা কুরবানি করা বৈধ নয়। তার এত পরিমাণ মোটা ও বড় হওয়া জরুরী যে, দূর থেকে দেখতে ১ বছর বয়স হয়েছে বলে মনে হতে হবে। দূর থেকে দেখতে ৬ মাস বয়সী নয় বরং ১ বছর থেকে একদিন কম এমন দুম্বা বা ভেড়ার বাচ্চাও দূর থেকে দেখতে যদি পূর্ণ ১ বছর বয়সী মনে না হয় তবে ঐ পশু দ্বারা কুরবানি হবে না।

(৬) কুরবানির পশু ত্রুটি মুক্ত হওয়া আবশ্যক। যদি সামান্য ত্রুটি থাকে যেমন; কান ছিঁড়া বা কানে ছিদ্র থাকা। ঐ পশু দিয়ে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

কুরবানি করলে তা মাকরূহ হবে। আর বেশী ত্রুটি থাকলে কুরবানি হবে না। (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৯ম, পৃ-৫৩৬, বাহারে শরীয়ত, খন্ড-১৫, পৃ-১৪০)

ত্রুটিপূর্ণ পশুর বিবরণ, যা দ্বারা কুরবানি হয় না

(৭) এমন পাগল পশু যা চরে না বা ঘাস খায় না। এতই দূর্বল যে হাড়ের ভিতর মগজ নেই, এমন অন্ধ বা এমন কানা যার অন্ধত্ব প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে, বা এমন অসুস্থ যার অসুস্থতা প্রকাশ্যে বুঝা যাচ্ছে অথবা এমন খোঁড়া বা ল্যাংড়া যে কুরবানির স্থানে পায়ে হেঁটে যেতে পারে না। কান ও লেজ এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী কাটা, নাক কাটা হলে, দাঁত না থাকলে, স্তন কাটা হলে বা স্তন শুকনো হওয়া আর গরু মহিষের দুই স্তন শুকনো হওয়াটা কুরবানি না জায়েয হওয়ার জন্য যথেষ্ট। (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৯, পৃ-৫৩৫, বাহারে শরীয়ত, খন্ড-১৫, পৃ-১৪০)

(৮) পশুর জন্ম থেকে শিং না থাকলে ঐ পশু দিয়ে কুরবানি জায়েয হবে। আর জন্মগতভাবে কান না থাকলে বা এক কান না থাকলে উহা দিয়ে কুরবানি বৈধ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-৫ম, পৃ-২৯৭)

(৯) কুরবানি করার সময় পশু লাফালাফি বা হেচকা-হেচকি করার কারণে দোষত্রুটি সৃষ্টি হয়ে গেল, এ দোষ ক্ষতিকারক নয় অর্থাৎ কুরবানি হয়ে যাবে এবং লাফালাফি হেচকা-হেচকির দ্বারা দোষত্রুটি সৃষ্টি হয়ে গেল এবং ছুটে পালিয়ে গেল আর শীঘ্রই ধরে আনা হল এবং জবেহ করা হল তখন ও কুরবানি হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪২, রদ্দে মুখতার, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৩৯)

(১০) উত্তম হচ্ছে যে, পশু যবেহ করার নিয়ম জানা থাকলে নিজের কুরবানি নিজের হাতে করা। যদি উত্তমরূপে যবেহ করার নিয়ম

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

জানা না থাকে তাহলে অন্য ব্যক্তি কুরবানির পশু যবেহ করার জন্য নির্দেশ দিবে। তবে এক্ষেত্রে কুরবানি দেওয়ার সময় নিজে উপস্থিত থাকাটা উত্তম। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-৫ম, পৃ-৩০০)

(১১) পশু কুরবানি দেওয়ার পর উহার পেট থেকে জীবিত বাচ্চা বের হলে উহাও যবেহ করে দিবে এবং উহা খাওয়া যাবে। আর মৃত বাচ্চা হলে মৃত জন্তু হিসেবে ফেলে দিবে। (বাহারে শরীয়ত, খন্ড-১৫, পৃ-১৪৬) (মৃত বাচ্চা হলেও কুরবানি হয়ে যাবে এবং ঐ পশুর মাংস খাওয়াতে কোন প্রকারের অসুবিধা নেই।)

(১২) অন্যকে দিয়ে কুরবানির পশু যবেহ করানোর সময় নিজেও ছুরির উপর হাত রেখে উভয়ে মিলে যবেহ করলে উভয়ের উপর بِسْمِ বলা ওয়াজিব। একজনও যদি জেনে বুঝে স্বেচ্ছায় **আল্লাহ** এর নাম ছেড়ে দেয় বা অন্যজন **আল্লাহ** তা'আলার নাম নিচ্ছে আমার নেওয়ার প্রয়োজন নেই এই ধারণা করে **আল্লাহ** তা'আলার নাম বাদ দেয়, তাহলে উভয় অবস্থায় পশু হালাল হবে না।

(দুররে মুখতার, খন্ড-৯ম, পৃ-৫৫১, দারুল মারিফাত, বৈরুত)

জবেহ করার মধ্যে কয়টি রগ কাটা উচিত?

সদরুশ শরীয়াহ বদরুত তরীক্বা হযরত মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আজমী عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِيّ বলেন : যে সমস্ত রগ জবেহে কাটা হয়, তা হল চারটি। খুলকুম তথা কণ্ঠনালীর রগ, এটাই যাতে শ্বাস আসা যাওয়া করে। মুরী অর্থাৎ যার মাধ্যমে খাবার পানি নিচে নেমে থাকে। এ দু'রগের আশে পাশে আরও দুটি রগ আছে যাতে রক্ত চলাচল করে এদেরকে 'ওয়াদাজাইন' বলে। জবেহের চার রগের মধ্যে তিনটি কেটে যাওয়া যথেষ্ট। অর্থাৎ এ অবস্থায় ও পশু হালাল হয়ে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

যাবে যে, অধিকাংশের জন্য হুকুম তাই, যা সম্পূর্ণর জন্য হুকুম। আর যদি চারটি রগের বেশিরভাগ অংশ কেটে যায়, তবেই হালাল হয়ে যাবে। অতঃপর যদি প্রত্যেক রগ অর্ধেক অর্ধেক কাটা যায় এবং আর অর্ধেক বাকী থাকে তবে তা হালাল নয়। (বাহারে শরীয়ত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১২/৩১৩)

কুরবানি করার পদ্ধতি

(কুরবানি হোক কিংবা এমনি অন্য কোন জবেহ হোক) আমাদের দেশে এই নিয়মটা চলে আসছে যে জবেহকারী কেবলামূখী হয় এবং পশুকেও কিবলামূখী করা হয়। কিব্‌লা যেহেতু আমাদের পাক ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম দিকে, সেহেতু পশুর মাথা দক্ষিণমুখী করতে হবে। যাতে পশুকে বাম পাজরে শোয়ালে উহার পিঠ পূর্ব দিকে হয় এবং তার মুখমন্ডল কিবলামুখী হয়ে যায়। আর জবেহকারী নিজের ডান পা পশুর গর্দানের ডান অংশের উপর রাখবে এবং জবেহ করবে। জবেহকারী নিজের কিংবা পশুর মুখমন্ডল কিবলামূখী না করলে মাকরূহ হবে। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, খন্ড-২০, পৃ-২১৬ ও ২১৭)

কুরবানির পশু জবেহ করার পূর্বে নিম্নলিখিত দু'আ পড়বেন

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

অনুবাদ ঃ- 'আমি আমার মুখমন্ডল তাঁর দিকে ফিরালাম একমাত্র তারই জন্যে, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র তাঁরই হয়ে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নই।' নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার কুরবানি সমূহ, আমার জীবন এবং আমার মরণ- সবই আল্লাহর জন্য, যিনি প্রতিপালক সমগ্র জাহানের; তাঁর কোন শরীক নেই; আমার প্রতি এটাই হুকুম রয়েছে আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত।

(বাহারে শরীয়ত, খন্ড-১৫, পৃ-১৫০)

এই দু'আ পড়ে পশুর গর্দানের নিকটতম বাহুর উপর নিজের ডান পা রেখে اَللّٰهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَر পড়ে ধারালো ছুরি দিয়ে দ্রুত জবেহ করে দিন। কুরবানি যদি নিজের পক্ষ থেকে হয় তাহলে জবেহ করার পর এই দুআ পাঠ করবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আর যদি অন্য কারো পক্ষ থেকে কুরবানির পশু জবেহ করা হয় তাহলে জবেহকারী مِنِّیْ শব্দের স্থলে مِنْ বলে যার কুরবানি তার নাম উচ্চারণ করবেন। (জবেহ করার সময় পেটের উপর পা রাখবেন না, এতে অনেক সময় রক্ত ছাড়া খাদ্যও বেরিয়ে আসতে পারে।)

মাদানী আবেদন

কুরবানি দেওয়ার সময় রিসালা দেখে দু'আ পড়ার ক্ষেত্রে যেন এই রিসালায় নাপাক রক্ত না লাগে তার প্রতি খেয়াল রাখবেন।

ছাগল জান্নাতী পশু

"ছাগলকে সম্মান করো, আর তার থেকে মাটি ঝেড়ে দাও, কেননা সেটা জান্নাতী পশু।" (আল ফিরদাউস বিমাচুরিল খাত্তাব, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৯, হাদীস নং- ২০১)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পযন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

পশুর উপর দয়া করার আবেদন

গরু, মহিষ ইত্যাদিকে মাটিতে শোয়ানোর পূর্বে কিব্‌লার দিকটা ঠিক করে নিতে হবে। মাটিতে শোয়ানোর পর বিশেষতঃ পাথরি শক্ত ভূমিতে ধাক্কাধাক্কি করা বা টানা হেঁচড়া করে কিবলামূখী করা বোবা পশুদের জন্য কষ্টের কারণ। জবেহ করার সময় ৪টি রগ কাটতে হবে বা কমপক্ষে ৩টি রগ কাটা যেতে হবে। এর চেয়ে বেশী কাটবেন না, যাতে ছুরি তথা হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কেননা এটা বিনা কারণে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া। অতঃপর পশু যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে 'ঠান্ডা' না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উহার পা কাটবেন না, চামড়া ছাড়াবেন না। মোটামোটি জবেহের পর রূহ বের না হওয়া পর্যন্ত ছুরি লাগাবেন না। কিছু লোক গরু দ্রুত "ঠান্ডা" হওয়ার জন্য জবেহ করার পর গর্দানের চামড়া উল্টিয়ে ছুরি ভিতরে ঢুকিয়ে রগ কেটে দেয়। একইভাবে ছাগল জবেহ করার সাথে সাথে দেহ থেকে গর্দান পৃথক করে ফেলে। বোবা পশুদের উপর এরকম অত্যাচার করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি এ ধরনের কাজ করতে দেখবে তার অবশ্যই উচিত হবে, কোন কারণ ছাড়া পশুদেরকে এরকম কষ্ট দেওয়া হতে কষ্টদাতাকে বাঁধা দেওয়া। কেননা **বাহারে শরীয়তে**র ১৬ খন্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় আছে, "অহেতুক পশুদের উপর জুলুম করা বন্ধি কাফিরদের উপর জুলুম করার চেয়েও খারাপ, আর বন্ধিদের উপর জুলুম করা মুসলিমদেরকে জুলুম করার চেয়েও খারাপ। কেননা পশুকে সাহায্য করার জন্য **আল্লাহ** ব্যতীত কোন সাহায্যকারী নেই। তাই এ অসহায়কে এ জুলুম থেকে আর কে রক্ষা করবে?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

মৃত্যুর পর মজলুম পশু নিয়োজিত হতে পারে

জবেহ করার পর রুহ বের হওয়ার আগে ছুরি চালিয়ে বোবা পশুদেরকে বিনা কারণে কষ্ট দানকারীদেরকে ভীত হওয়া উচিত কখনো আবার মৃত্যুর পর শাস্তির জন্য এই পশুকে নিয়োজিত করা না হয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১০১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ"** ২য় খন্ডের ৩২৩-৩২৪ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত আছে, 'মানুষ অন্যায়ভাবে চতুষ্পদ পশুকে মারল বা ক্ষুধা পিপাসায় রাখল বা সেটার ক্ষমতার বাইরে কাজ নিল, তবে কিয়ামতের দিন তার থেকে সেটার মত প্রতিশোধ নেয়া হবে যা সে পশুর উপর জুলুম করেছে বা সেটাকে ক্ষুধার্ত রেখেছে।' তার উপর নিম্নে প্রদত্ত হাদীস প্রমাণ বহন করে। যেমন- **মদীনার তাজেদার, রাসুলগণের সরদার, নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহান্নামে এক মহিলাকে এই অবস্থায় দেখলেন যে, সে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে, আর একটি বিড়াল তার চেহারা এবং বুক আঁচড়াচ্ছিল, তাকে তেমন শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল যেমন ঐ মহিলা এটাকে দুনিয়াতে বন্দী করে এবং ক্ষুধার্ত রেখে কষ্ট দিয়েছিল। এই বর্ণনার হুকুম সমস্ত পশুদের ব্যাপারে ব্যাপক। (আয্‌জাওয়াজির, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৪)

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মে ওরনা সাজা হুগী বাড়ি

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ
تُوبُوا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

কুরবানি দেওয়ার সময় রং তামাশা দেখা কেমন?

কুরবানির পশু নিজ হাতে জবেহ করা উত্তম এবং জবেহ করার সময় সাওয়াবের নিয়্যতে সেখানে নিজে উপস্থিত থাকাও উত্তম। কিন্তু ইসলামী বোনেরা শুধু এ অবস্থায় সেখানে দাড়াতে পারবে যখন বেপর্দার কোন অবস্থার সম্মুখীন না হয়, যেমন নিজের ঘরের মধ্যে জবেহকারী মুহরিম হলে এবং উপস্থিত লোকদের থেকেও কেউ যেন নামুহরিম না হয়। হ্যাঁ, তবে নামুহরিম নাবালিগ ছেলে বিদ্যমান থাকলে, কোন সমস্যা নেই। বাকী যা কিছু করা হয় তা শুধু আত্মতুষ্টির জন্য ও আনন্দ করার নিমিত্তে করা হয়। যেমন; চতুর্দিকে বেষ্টনী দেওয়া, এর চিৎকার ও লুটোপুটি খাওয়া দেখে আনন্দ পাওয়া, হাসা, অট্টহাসি দেওয়া এবং একে হাসি তামাশার বস্তু বানানো সরাসরি এর প্রতি অবহেলা দেখানোরই নিদর্শন। জবেহ করার সময় বা নিজের কুরবানির পশু কুরবানি দেওয়ার সময় তথায় অবস্থানের বিষয়টা সুন্নত আদায়ের নিয়্যতে হওয়া চাই এবং সাথে সাথে এই নিয়্যতও করবে যে, আমি আজ যেভাবে **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় কুরবানি দিচ্ছি প্রয়োজন হলে **আল্লাহ** তা'আলার রাস্তায় নিজের জান পর্যন্তও কুরবান করে দেব। এটাও নিয়্যতে থাকতে হবে যে পশু জবেহের মাধ্যমে নিজের নফসে আম্মারাকেও জবেহ করে দিচ্ছি এবং চিন্তা করুন যে, যদি ঐ স্থানে আমাকে জবেহ করা হত, তাহলে আমার কি অবস্থা হত!

কুরবানীর পশু কে আরাম দান করুন

হযরত সায়্যিদুনা শাদ্দাদ বিন আওস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, **শফিয়ুল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামিন রাসুলে আকরাম**

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন : "**আল্লাহ** তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের সাথে ভাল আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য যখন তোমরা কাউকে হত্যা কর, তবে সবচেয়ে উত্তম ভাবে হত্যা কর এবং যখন তোমরা জবেহ কর, তখন উত্তম পদ্ধতিতে জবেহ করো এবং তোমরা তোমাদের ছুরিকে ভালভাবে ধারালো করে নাও এবং জবেহের পশুকে আরাম দাও।" (সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা-১০৮০, হাদীস-১৯৫৫) জবেহ করার সময় পশুকে দয়া করা সাওয়াবের কাজ। যেমন; একজন সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ছাগল জবেহের সময় আমার খুব করুণা হয়। তখন **রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: 'যদি উহার প্রতি করুণা কর, তাহলে **আল্লাহ** ও তোমাকে দয়া করবেন।" (মুসনদে ইমাম আহমদ, খন্ড-৫ম, পৃ-৩০৪, হাদীস নং-১৫৫৯২)

পশুকে পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় জবেহ করবেন না

সদরুশ শরীয়াহ বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আজমী عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِيّ বলেন : কুরবানি করার আগে এটাকে খাবার দাও। অর্থাৎ পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় জবেহ করবে না এবং এক পশুর সামনে অপর পশুকে জবেহ করবে না আর আগে থেকে ছুরি ধারাল করে নিবেন যে, এ রকম যেন না হয়, পশু ফেলার পর এটার সামনে ছুরি ধার করতে হয়। (বাহারে শরীয়ত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৫২)

এখানে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা লক্ষ্য করুন, যেমন; হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন : একবার আমি জবেহ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

করার জন্য ছাগলকে শুয়ালাম, এমন সময় প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আয়ুব সাখতিয়ানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই দিকে আসলেন, আমি ছুরি মাটিতে রেখে তার সাথে কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে গেলাম। দড়ি দ্বারা বাধা ছাগল পা দিয়ে একটি গর্ত খনন করল এবং পা দ্বারা তাতে ছুরি ফেলে দিল আর এটার উপর মাটি ঢেলে দিল। হযরত সায়্যিদুনা আয়ুর সাখতিয়ানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলতে লাগলেন: আরে দেখ! ছাগল এটা কি করল! এটা দেখে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম যে, এখন থেকে কখনো নিজের হাতে কোন পশুকে জবেহ করব না। (হায়াতুল হায়াওয়ান, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে **আল্লাহ** তা'আলার পানাহ! এটা উদ্দেশ্য নয়, যে জবেহ করা কোন ভুল কাজ। শুধু এ রকম ঘটনাবলী বুযুর্গদের অবস্থার প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। নতুবা মাসআলা হল যে, নিজের হাতে জবেহ করা সুন্নত।

ছাগল ছুরির দিকে দেখছিল

তাজেদারে মদীনা, ছাহিবে মুয়াত্তর পছিনা, বাইচে নুযুলে সাকিনা, সুরুরে কলব ও সিনা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, সে ছাগলের গর্দানে পা রেখে ছুরি ধার করছিল আর ছাগল তার দিকে তাকিয়েছিল। **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: "তুমি প্রথমে কি তা করতে পারতে না? তুমি তাকে কি কয়েকবার মারতে চাও? এটাকে শুয়ানোর আগে নিজের ছুরি ধারাল করলে না কেন?" (আল মুস্তাদরাক লিল-হাকীম, ৫ম খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস -৭৬৩৭৩ আস্সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৭১, হাদীস-৯১৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক 'কীরাত' সাওয়াব লিখে দেন, আর 'কীরাত' উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (আব্দুর রাজ্জাক)

জবেহের জন্য পা ধরে হেঁচড়িও না

আমীরুল মুমিনীন হয়রত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, ছাগলকে জবেহ করার জন্য সেটার পা ধরে হেচড়াচ্ছে, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ বললন: তোমার জন্য দূর্ভাগ্য! এটাকে জবেহ জন্য ভালভাবে নিয়ে যাও।

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৭৬, হাদীস -৮৬৩৬)

মাছির প্রতি দয়া করায় মাগফিরাতের কারণ হয়ে গেল

কেউ স্বপ্নে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ কে দেখে জিজ্ঞাসা করল: مَافَعَلَ اللّٰہُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ্** তা'আলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন: **আল্লাহ্** তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করা হল: কি কারণে **আল্লাহ্** তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করেছেন ? উত্তরে তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ বললেন: এই কারণে যে, একটি মাছি কালি পান করার জন্য আমার কলমের উপর বসল! আমি লিখা থামালাম, মাছিটি কালি পান করে উড়ে গেল।

(লিতায়িফুল মিনান, ওয়াল আখলাকুল লিশশরানী, পৃষ্ঠা - ৩০৫)

মাছি মারা কেমন?

মনে রাখবেন! মাছিরা যদি বিরক্ত করে, তবে তাদের কে মারা জায়েয। যখন উপকার অর্জন বা ক্ষতিকে দমন করার জন্য মাছি বা যেকোন প্রাণী যা কথা বলতে অক্ষম তাদের কে সহজ পদ্ধিতিতে মারা উচিত। অযথা তাকে বার বার জীবিত অবস্থায় পিষ্ঠ করতে থাকা বা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

এক আঘাতে মারা যায়, তারপরও ব্যাথা পেয়ে পড়ে থাকা প্রাণীর উপর বিনা প্রয়োজনে আঘাত করতে থাকা বা এটির শরীরকে টুকরো টুকরো করে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা উচিত। অধিকাংশ বাচ্ছারা দুষ্টামীর ছলে পিঁপড়া মারতে থাকে, তাদেরকে এ থেকে বারণ করুন। পিঁপড়া বড়ই দূর্বল প্রাণী। চিমটিতে উঠাতে বা হাত ঝাড়তে গিয়ে সাধারণত এরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যায়। অবস্থার পরিক্ষেতিতে এদের প্রতি ফুক মেরে কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে।

কুরবানীতে আকীকার অংশ

কুরবানীর গরু বা উটে আকীকার অংশ হতে পারে।

(রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৪০)

সম্মিলিত কুরবানির মাংস ওজন করে বন্টন করতে হবে.

একাধিক ব্যক্তি মিলে একসাথে গরু, মহিষ বা উট দিয়ে কুরবানি করলে মাংস ওজন দিয়ে বন্টন করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে অনুমান করে মাংস বন্টন করা জায়েয নেই। বেশী বা কম হলে সন্তুষ্টচিত্তে একে অপরকে মাফ করে দেওয়াও যথেষ্ট নয়। (সংক্ষেপিত বাহারে শরীয়ত, খন্ড-১৫, পৃ-১৩৬) তবে যদি অংশীদার সকলেই একই ঘরে বসবাস করে, মিলে-মিশে বন্টন করে এবং এক সাথে খায় অথবা অংশীদাররা নিজেদের অংশের মাংস নিতে না চায়, এমতাবস্থায় ওজন করে ভাগ করার প্রয়োজন নেই।

অনুমানের ভিত্তিতে মাংস বন্টনের দু'টি কৌশল

যদি অংশীদাররা নিজেদের অংশের মাংস নিয়ে যেতে চায়, তাহলে ওজন করার ঝামেলা ও পরিশ্রম থেকে বাঁচতে চাইলে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

নিম্নলিখিত দুটি কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। (১) জবেহ করার পর ঐ গরুর সম্পূর্ণ মাংস এমন একজন বালেগ মুসলমানকে দান করে মালিক বানিয়ে দিবে, যে তাদের সাথে কুরবানিতে অংশীদার নয়। এখন সে অনুমান করে সবাইকে মাংস বন্টন করে দিতে পারবে। (২) দ্বিতীয় নং কৌশল হচ্ছে, যা আরো সহজ, যেমন; ফকীহগণ বলেছেন: মাংস বন্টনের সময় মাংস ছাড়া ভিন্ন জাতের কিছু যেমন মগজ, কলিজা ইত্যাদি মাংসের সাথে মিশিয়ে দিয়েও অনুমান করে মাংস বন্টন করা যাবে। তবে বন্টন করার সময় এটা মনে রাখা জরুরী যে, প্রত্যেক অংশীদার মাংস ছাড়া ভিন্ন জাতের কিছু (তথা হৃৎপিন্ড, কলিজা, তিলি, পায়া ইত্যাদি) থেকে যাতে কিছু না কিছু পায়। (দুররে মুখতার, খন্ড-৯, পৃ-৪৬০) যদি ভিন্ন জাতের কিছু (যেমন-কলিজা, তিলি, পায়া ইত্যাদি) দেয়া হয়, তবে প্রত্যেকটি থেকে টুকরো টুকরো করে দেয়া আবশ্যক নয়। মাংসের সাথে শুধুমাত্র (কলিজা, তিলি, পায়া ইত্যাদি) থেকে যে কোন একটি দিলেও যথেষ্ট হবে। যেমন তিলি, কলিজা এবং পায়া ইত্যাদির মধ্য থেকে কাউকে মাংসের সাথে তিলি দিয়ে দিন, কাউকে কলিজার টুকরো, আবার কাউকে পায়া দিয়ে দিন। যদি সবগুলো থেকে টুকরো টুকরো করে দিতে চান, তাতেও অসুবিধা নেই।

কুরবানীর মাংসের তিন ভাগ

কুরবানী মাংস নিজেও খেতে পারবেন এবং অন্যান্য সম্পদশালী ব্যক্তি বা ফকীরকেও দিতে পারবেন, খাওয়াতেও পারবেন। বরং তা থেকে কিছু খাওয়া কুরবানী দাতার জন্য মুস্তাহাব। উত্তম এটা যে, মাংসকে তিন ভাগ করবে, এক ভাগ ফকীরদের জন্য, আরেকভাগ

নিকট আত্মীয়দের জন্য এবং আরেক ভাগ নিজের ঘরের অধিবাসীদের জন্য। (আলমগীরি, খন্ড ৫ম, পৃষ্ঠা - ৩০০)

যদি সব মাংস নিজে রেখে দিল তখন ও কোন গুণাহ নেই। আমার আক্বা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তিন ভাগ করা শুধু মুস্তাহাব, আবশ্যক নয়। যদি চায় সব মাংস নিজের জন্য রেখে দেয় বা সব নিকট আত্মীয়দেরকে দিয়ে দেয় বা সব মাংস মিস্কিনদেরকে বন্টন করে দেয়। (ফতোওয়ায়ে রযভীয়া, ২০ তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৫)

ওসিয়্যতের কুরবানীর মাংসের মাসআলা

মান্নত বা মরহুমের ওসিয়্যতের উপর করা কুরবানির সব মাংস ফকীর এবং মিসকীনদেরকে সদকা করা ওয়াজিব। তা নিজে খাবেন না এবং ধনীদেরকে দিবেন না। (বাহরে শরীয়াত থেকে সংকলিত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৫)

ছয়টি প্রশ্নোত্তর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্টান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"চাঁদার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর"** এর ৮৪ থেকে ৮৮ পৃষ্ঠা থেকে 'ছয়টি প্রশ্নোত্তর' লক্ষ্য করুন। এটা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

চাঁদার টাকা দিয়ে সম্মিলিতভাবে কুরবানীর গরু ক্রয় করা

প্রশ্ন ঃ ধর্মীয় বা কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের চাঁদার টাকা থেকে সম্মিলিতভাবে কুরবানীর জন্য গরু ক্রয় করা যাবে কিনা?

উত্তর ঃ চাঁদার টাকা ব্যবসার কাজে লাগানো জায়েয নেই। এর জন্য চাঁদা দাতা থেকে প্রকাশ্যভাবে অর্থাৎ পরিস্কার ভাষায়

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

অনুমতি নেয়া জরুরী। (যে তার অনুমতি দেয় তবে শুধুই তার চাঁদার টাকা জায়েয ব্যবসায় ব্যবহার করা যাবে। এভাবে মালিকের অনুমতি ছাড়া তার প্রদত্ত চাঁদার টাকা কর্জ দেওয়ারও অনুমতি নেই)

গরীবদেরকে চামড়াসমূহ নিতে দিন

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি প্রত্যেক বছর গরীবদেরকে চামড়া দিয়ে থাকে, তার উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করে মাদরাসা বা অন্যান্য দ্বীনি কাজের জন্য চামড়া সংগ্রহ করা এবং গরীবদেরকে বঞ্চিত করা কেমন?

উত্তর ঃ যদি বাস্তবিক কোন এরকম গরীব হকদার মানুষ থাকে, যার জীবনধারণ ঐ চামড়া, যাকাত বা ফিত্‌রার উপর নির্ভরশীল, তবে এ দান নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য তরকীব তথা ব্যবস্থা করে ঐ গরীবকে বঞ্চিত করার অনুমতি নেই। (যদি ঐসব গরীবদের জীবনধারন ঐ চামড়া বা যাকাত/ফিত্‌রা ইত্যাদির উপর সীমাবদ্ধ নয়, তবে চামড়ার মালিক যে খাতে চায় দান করতে পারবে। যেমন; ধর্মীয় মাদরাসাকে দিয়ে দিল) আমার আকা আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নত মওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن বলেন: "যদি কিছু লোক নিজেদের এলাকায় চামড়া সমূহ অভাবী, ইয়াতিম, বিধবা, মিসকিনদেরকে দিতে চায়, যা তাদের অভাব পূরণের মাধ্যম। তবে ঐগুলোকে কোন বক্তা বা মাদরাসার কতৃপক্ষ বাধা দিয়ে মাদরাসার জন্য নিয়ে নেয়, তবে তা হবে তাদের উপর জুলুম। وَاللهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংক্ষেপিত, খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-৫০১)

চামড়ার জন্য অনর্থক বাড়াবাড়ি করবেন না

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি আহলে সুন্নতের কোন মাদরাসায় বা কোন গরীব মুসলমানকে চামড়া দেওয়ার ওয়াদা করল, সেটাকে নিজের

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

প্রতিষ্ঠান যেমন; **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে দেওয়ার জন্য যেহেন তৈরি করা কেমন?

উত্তর ঃ এমন করবেন না, যাতে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। এতে ফিতনা, গীবত, চুগলী, খারাপ ধারণা, অপবাদ দেয়া এবং মনে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি গুনাহসমূহের দরজা খুলে যায়। আমার আকা আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নত মওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن **'ফতোওয়ায়ে রযবীয়া'**র ২১তম খন্ডের ২৫৩ পৃষ্ঠায় বলেন: "মুসলমানদের মধ্যে শরীয়তের কারণ ছাড়া মতবিরোধ এবং ফিতনা সৃষ্টি করা শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করার মত। (অর্থাৎ এসব লোক ঐ কাজে শয়তানের প্রতিনিধি)" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: " ফিতনা ঘুমন্ত, এটাকে জাগ্রতকারীর উপর **আল্লাহ** তা'আলার অভিশাপ।" (আল জামেউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা-৩৭০, হাদীস নং- ৫৯৭৫)

সুন্নী মাদরাসাসমূহের চামড়া সংগ্রহ করবেন না

প্রশ্ন ঃ কেউ বলে যে, আমি প্রত্যেক বছর অমুক সুন্নী প্রতিষ্ঠানকে চামড়া দিয়ে থাকি। তাকে এটা বুঝানো কেমন যে, এই বছর আমাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন; **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে চামড়া প্রদান করুন?

উত্তর ঃ যদি ঐ চামড়ার মালিক কোন এমন জায়গায় চামড়া দেয় যে, যা আসলেই দেওয়ার সঠিক খাত, তবে ঐ প্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত করে নিজের সংগঠনের জন্য চামড়া সংগ্রহ করা ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিকদের জন্য কষ্টের কারণ হবে। এভাবে পরস্পরের মধ্যে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হবে, এজন্য প্রত্যেক এমন কাজ থেকে বিরত থাকুন যার মাধ্যমে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পযন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মুসলমানদের মধ্যে পারস্পারিক মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। এবং মুসলমানদেরকে ঘৃনা ও আতংক থেকে রক্ষা করা খুবই জরুরী। যেমন; **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম, রাসূলে মুহতাশাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:" وُا "ِ~" وَاوُ" "! অর্থাৎ সুসংবাদ শুনাও এবং (লোকদেরকে) ভয় বা ঘৃণা প্রদর্শন করনা।" (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪২, হাদীস নং-৬৯)

সুন্নী মাদরাসাকে চামড়া নিজে দিয়ে আসুন

প্রশ্ন ঃ যদি কোথাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জন্য চামড়া সংগ্রহের জন্য পৌছে, সে একটি আমাদেরকে দিল আর একটি চামড়া আলাদা করে রাখার সময় বলল যে, এটা আহলে সুন্নতের অমুক জামেয়াকে দিতে হবে, আপনি আধা ঘন্টা পর জেনে নিন যে, যদি তারা নিতে না আসে, তবে এই চামড়াও আপনি নিয়ে নিন। এরকম অবস্থায় কি করা উচিত?

উত্তর ঃ এটা মনে রাখবেন যে, কুরবানির চামড়া সংগ্রহ করা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উদ্দেশ্য নয় বরং প্রয়োজন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক উদ্দেশ্য **নেকীর দা'ওয়াত প্রসার করা**র নিমিত্তে ঘৃণাকে দূরীভূত করা এবং মুসলমানের অন্তরে ভালবাসার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়াও। সমস্ত সুন্নী প্রতিষ্ঠান এক প্রকার **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠানই এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী** সমস্ত সুন্নী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব এবং আপন সুন্নতে ভরা সংগঠন। সম্ভব হলে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে আপনি নিজেই ঐ সুন্নী জামেয়াকে চামড়া পৌছিয়ে দিন। এভাবে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ মুসলমানদের মন খুশি করার সৌভাগ্য নসীব হবে। **তাজেদারে রিসালাত, মুস্তাফা জানে রহমত, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

ইরশাদ করেন: "ফরযের পর সব আমল থেকে **আল্লাহ** তা'আলার নিকট অধিক প্রিয় আমল হল, মুসলমানদের অন্তর খুশি করা।" (আল মুজামুল কবীর লিত তাবারানী, ১১তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৯, হাদীস নং-১১০৭৯)

নিজের কুরবানির চামড়া বিক্রি করে দিল, তবে?

প্রশ্ন ঃ কেউ নিজের কুরবানির চামড়া বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করে নিল এখন তা মসজিদে দিতে পারবে কি না?

উত্তর ঃ এখানে নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। যদি কুরবানির চামড়া নিজের জন্য টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে তবে এভাবে বিক্রি করা নাজায়েয এবং এ টাকা ঐ ব্যক্তির জন্য অপবিত্র মাল, আর তা সদকা করা ওয়াজিব। এই টাকা কোন শরয়ী ফকিরকে দিয়ে দিবে এবং তওবাও করবে। আর যদি কোন ভাল কাজের জন্য যেমন; মসজিদে দেওয়ার নিয়্যতে বিক্রি করে কবে তা বিক্রি করাও জায়েয এবং মসজিদে দিতে কোন সমস্যাও নেই।

কসাই এর জন্য ২০টি মাদানী ফুল

(১) প্রথমে কোন অভিজ্ঞ মাংস বিক্রেতার তত্ত্বাবধানে জবেহ ইত্যাদির কাজ শিখে নিবে, কেননা অনভিজ্ঞের জন্য এ কাজ জায়েয নাই। এ করণে যে কারো পশুর মাংস এবং চামড়া ইত্যাদিকে প্রচলিত নিয়ম থেকে সরে গিয়ে ক্ষতি করে।

(২) অভিজ্ঞ কসাইরও উচিত যে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে অসাবধানতা বশতঃ চামড়ার সাথে প্রচলিত নিয়মের বেশী মাংস লেগে থাকতে না দেয়া। এভাবে নাড়িভূড়ি বের করার সময়েও সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী, যেন অযথা মাংস ও চর্বি এর সাথে চলে না

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

যায়। এমনকি খাওয়ার উপযুক্ত হাঁড়গুলোও ফেলে না দিয়ে টুকরো টুকরো করে মাংসের সাথে ঢেলে দিন। এবং অভিজ্ঞ কসাইরও মাংস ও চামড়ার ক্ষতি করা জায়েয নাই।

(৩) কুরবানির ঈদে সাধারনত বড় পশুর (গরু, মহিশ, উট) মগজ ও জিহবা বের করে মাথার বাকী অংশ এবং পায়ের খুর ফেলে দেওয়া হয়। এভাবে ছাগলের মাথার ও পায়ের খাওয়ার উপযোগী কিছু অংশ অনর্থক নষ্ট করে দেয়, এরকম করা উচিত নয়। যদি নিজে খেতে না চায়, তবে কোন গরীব মুসলমানকে ডেকে সম্মানের সহিত দিয়ে দিন, এরকম অনেক লোক এদিনে মাংস ও চর্বি ইত্যাদির খোঁজে ঘোরাঘুরি করে। এমনকি এটাও মনে রাখবেন যে, বড় পশুর (গরু, মহিশ, উট) মাথা ও পায়ের পূর্ণ চামড়া আসল চামড়া থেকে পৃথক করার কারণে চামড়ার মূল্য কমে যায়।

(৪) সাধারন দিনে লেজের মাংস অন্যান্য মাংসের সাথে ওজন করে বিক্রি করা হয়, আর কুরবানির পশুর লেজ চামড়ার সাথে রেখে দেয়া হয়, এতে লেজের মাংস নষ্ট হয়ে যায়। বরং বড় পশুর (গরু, মহিশ, উট) লেজ অনেক সময় চামড়া সহ কেটে ফেলে দেয়া হয়, এরকম করাও ভূল। এতেও চামড়ার দাম কমে যায়।

(৫) যেসব দেশে চামড়া কাজে লাগে (যেমন; পাকিস্থান, ভারত, বাংলাদেশ) সেখানে চামড়ার গায়ে অযথা ছুরির দাগ লাগিয়ে দেয়া জায়েয নাই, যার কারণে চামড়ার দাম কমে যায়। কসাইর উচিত যে, যেভাবে সে নিজের পশুর চামড়া অতি সর্তকতার সাথে ছাড়ায়, অন্যদের ব্যাপারেও সেভাবে ছাড়ানো।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

(৬) দুম্বার চামড়া ছাড়ানোতে একথার খেয়াল রাখবেন যে, চর্বি যেন চামড়াতে অবশিষ্ট না থাকে।

(৭) নাড়িভূড়ি ও চর্বি একপাশে জমা করে, শেষে নাড়িভূড়ির সাথে চর্বিও উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া ধোকাবাজি এবং চুরি। জিজ্ঞাসা করেও নিবেন না, কেননা; এটাও "চাওয়া"। আর শরীয়তে বিনা প্রয়োজনে "চাওয়া" জায়েয নেই। আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে লোকদের কাছে চায়, সে মুখের মধ্যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপকারীর মত।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭১, হাদীস নং-৩৫১৭)

(৮) অনেক সময় কুরবানির পশুর মাংস থেকে উৎকৃষ্ট গোলাকার মাংসের বড় টুকরো গোপনে থলের মধ্যে সরিয়ে ফেলে, এটা প্রকাশ্য চুরি। শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত চেয়ে নেওয়াও সঠিক নয়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে সম্পদ বাড়ানোর জন্য লোকদের থেকে ভিক্ষা করে, তবে সে আগুনের স্ফুলিঙ্গ প্রার্থনা করে। এখন তার মর্জি যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ কম জমা করে বা বেশী জমা করে।" (মুসলিম, পৃষ্ঠা-৫১৮, হাদীস নং-১০৪১) হ্যাঁ, যদি লোকের মাঝে মাংস বন্টনের জন্য যাচ্ছে, আর মাংস বিক্রেতাও নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল তবে সমস্যা নেই।

(৯) মাংসের প্রত্যেক ঐ অংশ যা সাধারণ দিনগুলোতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কুরবানির দিনগুলোতেও ব্যবহার করা উচিত। ফুসফুস এবং চর্বি ইত্যাদি টুকরো টুকরো করে মাংসের সাথে বন্টন করে দেয়া যুক্তিযুক্ত। এ রকম জিনিসকে ফেলে না দিয়ে যদি নিজে খাওয়া বা মাংসের সাথে বন্টন করতে না চায় তবে এটাও হতে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

পারে যে, যে ভিক্ষুকরা নিতে চায়, তাকে ডেকে দেয়া যাবে বা কাউকে সৌপর্দ করা যাবে যে, কোন অভাবীকে দিয়ে দিবে বরং সতর্কতা এটার মধ্যে যে, নিজেই কোন মুসলমানকে দিয়ে দেয়। এই মাসআলা মনে রাখবেন যে, অমুসলিমকে চামড়াতো দূরের কথা, কুরবানির মাংস থেকে একটি টুকরাও দেয় জায়েয নাই।

(১০) যদি পশুর গলায় রশি, নোলক, চামড়ার পাট্টা, গড়গড়ি, মালা ইত্যাদি থাকে, তবে ঐগুলোকে যেকোনভাবে ছুরি দিয়ে কেটে নয় বরং নিয়মানুযায়ী খুলে বের করে নেয়া উচিত যেন নাপাক না হয়। বের করা ব্যতীত জবেহ করাবস্থায় ঐসব জিনিস রক্তাক্ত হয়ে যায় আর মাসআলা এটাই যে, কোন পবিত্র জিনিসকে প্রয়োজন ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে নাপাক করা হারাম। অবশ্য যদি নপাক হয়েও যায়, তখনো ঐগুলো ফেলে দেয়া উচিত নয়। পবিত্র করে নিজে ব্যবহার করবে বা কোন মুসলমানকে দিয়ে দিবে। মনে রাখবেন! সম্পদ নষ্ট করা হারাম।

(১১) ছুরি চালানোর পূর্বে পশুর গলার চামড়া নরম করার জন্য যদি পবিত্র পানির পাত্রে অপবিত্র রক্তমাখা হাত দিয়ে অঞ্জলি ভরে নিল, তবে অঞ্জলির এবং পাত্রের সব পানি নাপাক হয়ে গেল। এখন ঐ পানি গলায় ঢালবেন না। এটার সহজতর পদ্ধতি হল যে, যার পশু তাকে বলুন যে তিনি যেন পবিত্র পানির গ্লাস ভর্তি করে নিজের হাতেই পশুর গলায় ঢালবে কিন্তু এ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী যে, গ্লাস থেকে পানি ঢালার বা ছিটানোর সময় মাঝখানে নিজের কোন রক্তাক্ত হাত দিবেন না। পানি ঢালার পর গলার উপর রক্তাক্ত হাত ধুবেন না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

এ কথা শুধু কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট নয়। যখনই জবেহ করবেন এটার প্রতি খেয়াল রাখবেন।

(১২) জবেহের পর রক্তাক্ত ছুরি এবং রক্তাক্ত হাত ধোয়ার জন্য পানির বালতিতে ডুবিয়ে দেয়াতে ছুরি এবং হাত পবিত্র হয় না বরং উল্টা বালতির সব পানি নাপাক তথা অপবিত্র হয়ে যায়। অধিকাংশই এভাবে অপবিত্র পানি দ্বারা চামড়া ছাড়ানোতে সাহায্য নিয়ে থাকে, মাংসের ভিতরের রক্ততো পবিত্র হয়ে থাকে কিন্তু এই অপবিত্র পানি প্রবাহিত করার কারণে এ ক্ষতি হয় যে, অপবিত্র পানি যেখানই লাগে, মাংসের পবিত্র অংশকে অপবিত্র করতে থাকে। এরকম করবেন না।

(১৩) কসাইর জন্য এটা আবশ্যক যে, কুরবানির ঈদের সমসাময়িক প্রচলন ও নিয়ম অনুযায়ী কুরবানির মাংসকে টুকরো করে দিবে। কিছু কসাই তাড়াহুড়ার কারণে মাংসের বড় বড় টুকরো করে। পায়ের নলাগুলোকেও ভালভাবে ভেঙ্গে দেয় না এবং মাথার খলিকে যেভাবে আছে সেভাবে রেখে চলে যায়, এরকম করবেন না। এভাবে কুরবানি দাতা কঠিন পরীক্ষায় পড়ে যায় আর অনেক সময় মাথার খুলি ইত্যাদি ফেলে দিতে বাধ্য হয়। কিছু লোক ধৈর্য্য ধরার পরিবর্তে কসাইকে খারাপ খারাপ গালি গালাজ করে এবং অনেক গুনাহে পরিপূর্ণ কথা বলে। হ্যাঁ! ইজারা (চুক্তি) করার সময় কসাই বলে দিল যে, মাথার খুলি বানিয়ে দিব না, তবে এখন যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দেওয়াতে কোন সমস্যা নেই।

(১৪) কিছু কসাই লোভের কারণে একাধিক পশু বুকিং করে নেয় এবং এক জায়গায় ছুরি চালিয়ে অন্যজায়গায় চলে যায়, অতঃপর

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক 'কীরাত' সাওয়াব লিখে দেন, আর 'কীরাত' উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (আব্দুর রাজ্জাক)

ঐখানে পশু জবাই করে প্রথম জায়গায় ফিরে এসে চামড়া ছাড়াতে লেগে যায় এবং এখন অন্য জায়গার মালিক অপেক্ষার আগুনে জ্বলতে থাকে। এভাবে লোক অনেক কষ্টে পড়ে যায়। কসাইকে ভালমন্দ বলে আর গুনাহের দরজা খুলে যায়। কসাইর উচিত যে, কাজ এতটুকু নেয়া, যতটুকু ভালভাবে করতে পারবে এবং কারো কোন অভিযোগের সুযোগ না মিলে।

(১৫) কসাইদের উচিত যে, মাংস কাটার সময় হারাম অংশসমূহ পৃথক করে ফেলে দেয়া। যে মাংস খাবে, তার উপর জবেহকৃত পশুর হারাম অংশগুলোর পরিচয় জানা ফরয। এবং মাকরূহে তাহরীমী অংশগুলোর পরিচয় জানা ওয়াজিব। যেন হারাম অংশগুলো খেয়ে না ফেলে। (মাংসের হারাম অংশগুলোর বর্ণণা সামনে দেয়া হল)

(১৬) মাংস বিক্রেতার উচিত যে, কুরবানীর দিনে টাকার লোভে পড়ে শরীয়তের বিপরীত করে শত পশু কাটতে গিয়ে নিজের আখিরাতকে ধ্বংস করার পরিবর্তে শরীয়ত অনুযায়ী শুধুমাত্র একটি পশুই ভালভাবে কাটুন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ উভয় জগতে সেটার অনেক বরকত লাভ করবেন। আর এই কাজে টাকার লোভে তাড়াহুড়ার কারণে অনেকসময় অনেক গুনাহে লিপ্ত হতে হয়।

(১৭) কিছু মাংস বিক্রেতা বিক্রির ছোট বড় পশুর চামড়া ছাড়ানোর পরে মাংসের ভিতরে হৃদপিন্ডকে কেটে তাতে বা রক্তের বড় শিরার মধ্যে পাইপের মাধ্যমে পানি ঢুকিয়ে দেয়, এরকম করার কারণে মাংসের ওজন বেড়ে যায়। এভাবে মাংস ধোকার মাধ্যমে বিক্রি করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। অনেক মুরগীর মাংস

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

বিক্রেতা জবেহ করার পর মুরগীর পালক তুলে পেট পরিষ্কার করে শুধু হৃদপিন্ড রেখে দেয় অতঃপর ঐ মুরগীকে প্রায় ১৫ মিনিট পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। এতে এর ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম বেড়ে যায়। জবেহকৃত দুর্বল ছাগলকে বাশেঁর চোংগার মাধ্যমে মুখে বাতাস দিয়ে মাংসকে ফুলিয়ে দেয়। গ্রাহক মাংস নিয়ে ঘরে পৌঁছতেই বাতাস বের হয়ে তাতে শুধু হাড্ডিই থেকে যায়। এটাও সরাসরি ধোঁকা। বিশেষতঃ কুরবানির দিনে ওজনের মাধ্যমে যে ছাগল বিক্রি করা হয়, তাতে অধিকাংশ ছাগলকে বেশন ও খুব পানি পান করিয়ে ওজন বাড়ানো হয়। এভাবে ধোঁকার মাধ্যমে বিক্রি করাও গুনাহ। মনে রাখবেন! হারাম উপার্জনে কোন কল্যাণ নেই। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে হারামের এক লোকমাও খেল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবূল করা হবে না, এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার দু'আ কবূল হবে না।" (আল ফিরদাউস বিমাচুরিল খাত্তাব, ৩য় খন্ড, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৫৩) আরও এক বর্ণনায় আছে: "মানুষের পেটে যখন হারাম লোকমা পড়ে, আসমান ও যমীনের সমস্ত ফিরিশতা ঐ হারাম লোকমা তার পেটে থাকা পর্যন্ত লানত দিতে থাকে। আর যদি এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার ঠিকানা জাহান্নাম।" (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃষ্ঠা-১০)

(১৮) ভাল কাজের মধ্যে অবশ্যই সময় বেশী লাগে। এটাও হতে পারে একই পেশার লোক ঠাট্টা করবে, কিন্তু এর উপর ধৈর্য্যধারণ করুন। সাবধান! কখনো যেন শয়তান ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত করে গুনাহে ফাসিয়ে না দেয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

(১৯) মাংসের যে অংশ গোবর বা জবেহের সময় নির্গত রক্তে রক্তাক্ত হয়ে যায়, তা পৃথক করে রাখুন এবং মাংসের মালিককে বলুন, যেন এটাকে আলাদাভাবে পবিত্র করতে পারে। রান্না করার সময় যদি একটিও অপবিত্র টুকরা দেওয়া হয়, তবে ঐ সম্পূর্ন ডেকচির কোরমা বা বিরিয়ানী অপবিত্র হয়ে যাবে, আর তা খাওয়া হারাম। মনে রাখবেন! জবেহের পর গর্দানের কাটা অংশে থাকা রক্ত এবং মাংসের মধ্যে (যেমন; পেটের মধ্যে বা ছোট ছোট রগের মধ্যে) যেসব রক্ত থেকে যায় তা আর হৃদপিন্ড, কলিজা ইত্যাদির রক্ত পবিত্র। হ্যাঁ, জবেহের সময় যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তা যদি গর্দান ইত্যাদিতে লাগে, তবে তা অপবিত্র হয়ে যাবে।

(২০) কসাই এবং পশুর মালিকের উচিত যে, পরস্পর পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করে নেয়া। কেননা; মাসআলা এই যে, যেখানে পারিশ্রমিক দেয়া-নেয়ার রেওয়াজ রয়েছে, সেখানে পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। এ অবস্থায় পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করার পরিবর্তে এরূপ বলা যে, কাজে লেগে যাও দেখা যাবে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে দিব, খুশি করব, মূল্য পেয়ে যাবে ইত্যাদি শব্দ সমূহ যথেষ্ট নয়। নির্দিষ্ট না করে পারিশ্রমিক দেয়া-নেয়া গুনাহ। নির্দিষ্টকৃত পরিমান থেকে অতিরিক্ত চাওয়াও নিষেধ। হ্যাঁ, যেখানে এরকম চুক্তি হল যে, মালিক বলল: কিছু দিব না, কসাই বলল: কিছু নিব না, আর পরে মালিক নিজের ইচ্ছায় কিছু দিয়ে দেয় তবে এই লেনদেন করাতে কোন ক্ষতি নেই।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

পশুর ২২টি হারাম অংশ

'ফয়যানে সুন্নত' ১ম খন্ডের ৪৫০-৪৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে, আমার আকা আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن বলেন: হালাল পশুর সব অংশই হালাল কিন্তু কিছু অংশ আছে যা খাওয়া হারাম অথবা মাকরূহ হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ। সেগুলো হল : (১) রগের রক্ত (২) পিত্ত (৩) মূত্রথলি (৪, ৫) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ (৬) অন্ডকোষ (৭) জোড়া, শরীরের গাঁট (৮) হারাম মজ্জা (৯) ঘাড়ের দো পাট্টা, যা কাঁধ পর্যন্ত টানা থাকে (১০) কলিজার রক্ত (১১) তিলির রক্ত (১২) মাংসের রক্ত, যা যবেহ করার পর মাংস থেকে বের হয় (১৩) হৃদপিন্ডের রক্ত (১৪) পিত্ত অর্থাৎ ঐ হলদে পানি যা পিত্তের মধ্যে থাকে (১৫) নাকের আর্দ্রতা (ভেড়া-ভেড়ীর মধ্যে অধিক হারে হয়ে থাকে) (১৬) পায়খানার রাস্তা (১৭) পাকস্থলি (১৮) নাড়িভূড়ি (১৯) বীর্য (২০) ঐ বীর্য, যা রক্ত হয়ে গেছে (২১) ঐ বীর্য, যা মাংসের টুকরা হয়ে গেছে (২২) ঐ বীর্য, যা পূর্ণ জনোয়ার হয়ে গেছে এবং মৃত অবস্থায় বের হয়েছে অথবা জবেহ করা ছাড়া মারা গেছে। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, খন্ড-২০, পৃ: ২৪০-২৪১)

বিবেকবান কসাইরা এসব হারাম বস্তু বের করে ফেলে দিয়ে থাকে কিন্তু অনেকের তা জানা থাকে না কিংবা অসাবধানতাবশতঃ এরকম করে থাকে। তাই আজকাল প্রায় অজ্ঞাতবশতঃ যেসব জিনিস তরকারীর সাথে রান্না করা হয়, সেসবগুলোর পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করছি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

রক্ত

জবাই করার সময় যে রক্ত বের হয় সেটাকে "দমে মাসফূহ" বলা হয়। এটা প্রস্রাবের ন্যায় অপবিত্র, তা খাওয়া হারাম, জবাই করার পর যে রক্ত মাংসের মধ্যে থেকে যায়, যেমন ঘাড়ের কাটা অংশ, হৃদপিন্ডের ভিতর, কলিজা, প্লীহা ও মাংসের আভ্যন্তরিন ছোট ছোট রগের মধ্যে, এসব যদিও নাপাক নয় তবু এসব রক্ত খাওয়া হারাম। তাই রান্না করার পূর্বে এগুলো পরিস্কার করে নিন। মাংসের মধ্যে কিছু জায়গায় ছোট ছোট রগে রক্ত থাকে তা চোখে পড়া খুবই কঠিন। রান্নার পর ঐ রগগুলো কালো রেখার ন্যায় হয়ে যায়। বিশেষতঃ মগজ, মাথা, পা ও মুরগীর রান ও ডানার মাংস ইত্যাদির মধ্যে হালকা কালো রেখা দেখা যায়, খাওয়ার সময় তা বের করে ফেলে দিন। মুরগীর হৃদপিন্ডও পূর্ণ অবস্থায় রান্না করবেন না, লম্বাতে চার ভাগ করে কেটে ফাঁক করে প্রথমে সেটার রক্ত ভালভাবে পরিস্কার করে নিন।

হারাম মজ্জা

এটা সাদা রেখার মত। মগজ থেকে শুরু করে ঘাড়ের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ মেরুদন্ডের হাড্ডির শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। অভিজ্ঞ কসাই ঘাড় ও মেরুদন্ডের হাড্ডির মধ্যখান থেকে ভেঙ্গে দু'টুকরো করে হারাম মজ্জা বের করে ফেলে দেন। কিন্তু অনেক সময় অসাবধানতাবশতঃ কম বেশী থেকে যায় ও তরকারী বা বিরিয়ানী ইত্যাদির সাথে রান্নাও হয়ে যায়। সুতরাং ঘাড়, সীনা কিংবা পাঁজরের মাংস ও কোমরের মাংস ধোয়ার সময় হারাম মজ্জা খুঁজে বের করে ফেলে দিন। এটা মুরগী ও অন্যান্য পাখির ঘাড়ে ও মেরুদন্ডের হাঁড়েও

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

থাকে তবে তা বের করা খুবই কঠিন। সুতরাং খাওয়ার সময় বের করে ফেলা উচিত।

পাট্টা

ঘাড় মজবুত থাকার জন্য ঘাড়ের দু দিকে (হালকা) হলদে রংয়ের দুটি লম্বা লম্বা পাট্টা থাকে, যা কাঁধ পর্যন্ত টানা অবস্থায় থাকে। এ পাট্টাগুলো খাওয়া হারাম। গরু ও ছাগলের গুলো সহজে দেখা যায় কিন্ত মুরগী ও পাখির ঘাড়ের পাট্টা সহজে দেখা যায় না। খাওয়ার সময় খুঁজে বা কোন জানা ব্যক্তি থেকে জিজ্ঞাসা করে তা বের করে ফেলুন।

শরীরের গাঁট

ঘাড়ে, কণ্ঠনালীতে ও কিছু জায়গায় চর্বি ইত্যাদিতে ছোট বড় কোথাও লাল আবার কোথাও মাটি রংয়ের গোল গোল গাঁট থাকে। সেগুলোকে আরবীতে গদ্দাহ, উর্দূতে গুদূদ ও বাংলায় গাঁট বলা হয়। এগুলো খাওয়া হারাম। রান্না করার পূর্বে খোঁজ করে এগুলো ফেলে দেয়া উচিত। যদি রান্নাকৃত মাংসেও দেখা যায় তবে ফেলে দিন।

অন্ডকোষ

অন্ডকোষকে খুসইয়া, ফাওতাহ বা বায়দাহও বলা হয়। এগুলো খাওয়া হারাম। এগুলো গরু, ছাগল ইত্যাদি নরের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। মোরগের পেট খুলে অন্ত্র (ভূড়ি) সরালে পিঠের আভ্যন্তরিন উপরিভাগে ডিমের ন্যায় সাদা দুটো ছোট ছোট বিচি দেখা যাবে এগুলোই হচ্ছে অন্ডকোষ। এগুলো বের করে ফেলুন। আফসোস! মুসলমানদের অনেক হোটেলে হৃদপিন্ড, কলিজা ছাড়া

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পযন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

গরু ছাগলের অন্ডকোষও তাওয়ায় ভুনে পেশ করা হয়। সম্ভবত হোটেলের ভাষায় এ ডিসকে "কাটাকাট" বলা হয়। সম্ভবত এটাকে কাটাকাট এজন্য বলা হয় যে, গ্রাহকের সম্মুখেই হৃদপিন্ড বা অন্ডকোষ ইত্যাদি ঢেলে তীব্র আওয়াজ সহকারে তাওয়ার উপর কাটে ও ভুনে, এতে কাটাকাটের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়।

পাকস্থলি বা ওজুরি

ওজুরির ভেতর আবর্জনা ভরা থাকে, এটাও খাওয়া হারাম। (এটাকে বট এবং ভারালও বলে থাকে) কিন্তু মুসলমানদের একাংশ রয়েছে, যারা আজকাল এটা আগ্রহভরে খেয়ে থাকে।

কুরবানীর চামড়া সংগ্রহকারী জন্য ২২ টি নিয়্যত এবং সতর্কতা

নবী করীম ﷺ এর দু'টি বানী ঃ

(১) "মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।"

(মুজাম কাবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

(২) "ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়।"

(আল ফিরদাউছুল বিমাছুরিল খাত্তাব, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫, হাদীস নং-৬৮৯৫)

দু'টি মাদানী ফুল ঃ ❋ ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন ভাল আমলের সওয়াব অর্জিত হয় না। ❋ ভাল নিয়্যত যত বেশী, সওয়াবও তত বেশী।

(১) **আল্লাহ** তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভাল ভাল নিয়্যত করছি (২) প্রতিটি মূহূর্তে শরীয়ত ও সুন্নতের দামন আকঁড়ে ধরবো (৩) কুরবানীর চামড়া সংগ্রহ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহযোগীতা করবো (৪) লোকেরা যতই খারাপ আচরণ করুক, রাগান্বিত হওয়া এবং (৫) খারাপ ব্যবহার হতে বিরত থেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

মান-সম্মান রক্ষা করবো (৬) কুরবানির চামড়া সংগ্রহের জন্য যতই ব্যস্ততা থাকুক শরয়ী ওজর ছাড়া কোন নামাযের জামাআত তো দুরের কথ তাকবীরে ঊলাও ছাড়বো না (৭) পবিত্র লিবাস ইমামা শরীফসহ তেহবন্দ শপিং ব্যাগ ইত্যাদিতে নিয়ে নামাযের জন্য সাথে রাখবো। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেননা; জবেহের সময় নির্গত রক্ত নাজাসাতে গলিজা এবং পশ্রাবের মত অপবিত্র আর চামড়া সংগ্রহকারীর জন্য নিজের কাপড় পবিত্র রাখা খুবই কঠিন। **'বাহারে শরীয়ত' ১ম** খন্ডের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: 'নাজাসাতে গলিজার হুকুম হচ্ছে, যদি কাপড়ে বা শরীরে এক দিরহামের চেয়ে বেশী লাগে, তবে তা পবিত্র করা ফরয। তা পবিত্র না করে কোন নামায পড়লে তা হবে না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পড়া গুনাহের কাজ। আর যদি শরীয়তের এই হুকুমকে হালকা মনে করে নামায পড়ে, তবে তা হবে কুফরী। আর যদি দিরহামের সমপরিমাণ হয়, তবে তা পবিত্র করা ওয়াজিব। তা পবিত্র না করে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। অর্থাৎ এমন নামায পূনরায় আদায় করা ওয়াজিব। ইচ্ছাকৃতভাবে পড়লে গুনাহগার হবে। আর যদি নাপাকী দিরহাম থেকে কম হয়, তবে পবিত্র করা সুন্নত। আর তা পবিত্র না করে নামায পড়া সুন্নতের বিপরীত। এই নামায পূনরায় আদায় করে দেয়া উত্তম। (৮) মসজিদ, ঘর, মাকতাব (অফিস), মাদরাসা ইত্যাদির ফ্লোর বা মেঝেকে, চাটাই, কার্পেট ও অন্যান্য জিনিসসমূহকে রক্তাক্ত হওয়া থেকে বাচাঁবো (ওযুখানার ভিজা ফ্লোর বা পা রাখার জায়গা ইত্যাদির উপর রক্তাক্ত পা নিয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকা এবং ওযু করতে গিয়ে খুব সর্তকতা অবলম্বনের প্রয়োজন। নতুবা অপবিত্রতার ময়লা এবং অপবিত্র পানির ছিটকা, নিজেকে এবং

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

অন্যান্যদেরকেও অপবিত্র করার সম্ভাবনা থাকে) (৯) রক্তাক্ত দূর্গন্ধময় কাপড় নিয়ে মসজিদে যাবনা (দূর্গন্ধ না হলেও অপবিত্র শরীর বা কাপড় নিয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ। আঘাত, পোঁড়া, কাপড়, পাগড়ী, চাদর, শরীর বা হাত, মুখ ইত্যাদি থেকেও দূর্গন্ধ আসলে তখনো মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। **'ফয়যানে সুন্নত' ১ম** খন্ডের ৯১৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: 'মসজিদকে দূর্গন্ধ থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব। এজন্য মসজিদে কেরোসিন তেল জ্বালানো হারাম। মসজিদে দিয়াশলাই জ্বালানো হারাম।' এমনকি হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, 'মসজিদে কাঁচা মাংস নিয়ে যাওয়া জায়িজ নেই।' (ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৪৮) অথচ কাঁচা মাংসের দূর্গন্ধ অনেকটা হালকা হয়ে থাকে। (১০) কলম, রসিদ বই, প্যাড, গ্লাস, চায়ের কাপ ইত্যাদি পবিত্র জিনিসে অপবিত্র রক্ত লাগতে দিব না। **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**, ৪র্থ খন্ড, ৫৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: পবিত্র জিনিসকে (শরীয়তের অনুমতি ছাড়া) অপবিত্র করা হারাম। (১১) যে অন্য প্রতিষ্ঠানকে চামড়া দেওয়ার ওয়াদা করেছে, তাকে কুপরামর্শ দিব না। সহজ পদ্ধতি হল; ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে আপনি পুরা বছর এর প্রতি মনোযোগ দিন এবং নিজে প্রথমে গিয়ে চামড়া বুকিং করে রাখুন। (১২) নিজেদের নির্দিষ্ট চামড়া কোন সুন্নী প্রতিষ্ঠানের লোক যদি নেওয়ার জন্য না আসে বা (১৩) ভুলে নিজের কাছে চলে আসে তবে সওয়াবের নিয়্যতে ঐ প্রতিষ্ঠানে দিয়ে আসবো। (১৪) যে চামড়া দিবে তাকে সম্ভব হলে **মাকতাবাতুল মদীনা**র কোন রিসালা বা লিফলেট তোহ্ফা হিসেবে পেশ করবো। (১৫) এমনকি তাকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ جَزَاكَ الله বলবো। **আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায়

করলনা, তবে সে **আল্লাহ** তায়ালারও কৃতজ্ঞতা আদায় করলনা।" (তিরমিযী শরীফ, ৩য় খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৬২) (১৬) চামড়া দাতার উপর **ইনফিরাদি কৌশিশ** করে তাকে **সুন্নতে ভরা ইজতিমা** এবং (১৭) **মাদানী কাফিলায়** সফর ইত্যাদির দাওয়াত পেশ করবো। (১৮) পরেও তার সাথে যোগাযোগ রেখে চামড়া দেওয়ার ইহসানের বদলা হিসেবে তাকে **মাদানী পরিবেশের** সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করবো যদি (১৯) সে **মাদানী পরিবেশের** সাথে পূর্ব থেকে সম্পৃক্ত থাকে তাহলে তাকে **মাদানী কাফিলার** মুসাফির বা (২০) **মাদানী ইন'আমাতের** আমলকারী বানাবো। (২১) কোন না কোন অন্য **মাদানী কাজের** ব্যবস্থা করবো (জিম্মাদারদের উচিত যে, পরবর্তীতে সময় বের করে চামড়া দাতাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যাওয়া, এমনকি ঐসব দাতাদেরকে এলাকায় বা যেভাবে সম্ভব হয় একত্রিত করে সংক্ষিপ্ত **নেকীর দাওয়াত** এবং লঙ্গরে রাসাঈল এর ব্যবস্থা করবো। লঙ্গরে রাসাঈলের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** চাঁদা থেকে নয় বরং আলাদা ভাবে ব্যবস্থা করতে হবে।) (২২) কাছে বা দূরে যেখানেই চামড়া সংগ্রহের জন্য (অথবা বস্তা বা যেকোন **মাদানী কাজ** করার জন্য) জিম্মাদার ইসলামী ভাই নির্দেশ দেয় তার নির্দ্বিধায় আনুগত্য করবো। (এইসব নিয়্যত সংখ্যায় অনেক কম, নিয়্যতের জ্ঞানের সাথে পরিচিত ব্যক্তি আরো অনেক নিয়্যত করে নিতে পারেন।)

একটি গুরুত্বপূর্ণ শরীয়তের মাসআলা

সর্বদা কুরবানীর চামড়া এবং নফল দান সমূহ **"কুল্লী ইখতিয়ারাত"** অর্থাৎ যে কোন নেক ও জায়িজ কাজে খরচ করার অনুমতির নিয়্যতে দান করুন। কেননা; যদি নির্দিষ্ট করে দেয়, যেমন

বলে যে, এই দান **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদরাসার জন্য, তবে এখন তা মসজিদ অথবা অন্য কোন বিষয়ে তা ব্যবহার করা গুনাহ। আদায়কারীরও উচিত যে, যদি কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য চাঁদা আদায় করে তবে সর্তকতামূলক এটা বলে দেয় যে, এই চাঁদার টাকা **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেখানে উপযুক্ত মনে করবে, সেখানে নেক ও জায়িজ কাজে খরচ করবে। মনে রাখবেন! চাঁদা দানকারী হ্যাঁ সুচক বাক্য বলে এবং সে চাঁদা বা চামড়া ইত্যাদির আসল মালিক হলেই তা অনুমতি সাব্যস্ত হবে। এই জন্য চাঁদা বা চামড়া দাতার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নিন যে, এটা কার পক্ষ থেকে? যদি অন্য কারো নাম বলে তবে এখন তার হ্যাঁ বলা যথেষ্ট হবে না। আসল মালিকের সাথে ফোন বা অন্য উপায়ে যোগাযোগ করে অনুমতি নিন। (যাকাত ও ফিত্‌রা দাতাদের কাছ থেকে **'কুল্লী ইখতিয়ারাত'** নেওয়ার প্রয়োজন নেই, কেননা; তা শরয়ী হিলার মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়।)

মাদানী অনুরোধ ঃ কুরবানি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য **'বাহারে শরীয়ত'** ৩য় খন্ডের ৩৩৭-৩৫৩ পৃষ্ঠায় দেখুন।

রকসে বসমল কি বাহারে তো মিনা মে দেখে
দিলে খোননা বা ফাসা খা ভি তরপনা দেখো।
(হাদায়েকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ
تُوبُوا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

তথ্যসুত্র

কিতাব	প্রকাশণা	কিতাব	প্রকাশণা
কোরআনে পাক	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	মিরাতুল মানাজিহ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
সহীহ বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	আশ'আতুল লামআত	কোয়েটা
সহীহ মুসলিম	দারুল ইবনে হাজম, বৈরুত	আল জাওয়াজিরআন আকতারাফুল কাবাইর	দারুল মারেফাত, বৈরুত
সুনানে তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	মুকাশাফাতুল কুলুব	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
সুনানে ইবনে মাযাহ	দারুল মারেফাত, বৈরুত	লাতাইফুল মানান ওয়ল আখলাক	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মুসনদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	দরতুল নাছেহিন	দারুল ফিকির, বৈরুত
আল সুনানুল কাবীর	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	হায়াতুল হায়ওয়ান	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
আল মুসতাদার্‌রাক	দারুল মারেফাত, বৈরুত	হেদায়া	দার ইহইয়াউত তারাসুল আরাবী, বৈরুত
মাজমু কাবীর	দার ইহইয়াউত তারাসুল আরাবী, বৈরুত	দুররে মুখতার ও রাদ্দুল মুখতার	দারুল মারেফাত, বৈরুত
শয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	আলমগীরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
আল ফিরদাউস বিমাচুরুল খাত্তাব	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	বাহারে শরীয়ত	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী
আল জামেউস সগীর	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
মিরকাতুল মাফাতিহ	দারুল ফিকির, বৈরুত	ফাতোওয়ায়ে আমজাদিয়া	মাকতাবায়ে রযবীয়া বাবুল মদীনা করাচী

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

শক্ত মাংস গলানোর নিয়ম

বয়স্ক পশুর শক্ত মাংস রান্না করার সময় যদি কাঁচা পেঁপে সাথে দেয়া হয় তাহলে তা তাড়াতাড়ি গলে যায়। শিখে সেঁকা মাংসের মসল্লার সাথেও কাঁচা পেঁপে দেয়া যায়। হোটেলে লোকেরা যে মজা করে নিহারী খান, তাতে প্রায় উট বা বয়স্ক গাভী বা ঐ সমস্ত মহিষীর মাংস (যেটা দুধ দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে, অথবা অয়েল মিল ও ক্ষেতে কাজ থেকে অবসর প্রাপ্ত (RETIRED) বয়স্ক বলদের মাংস) দেয়া হয়ে থাকে। পেঁপের গুন এটা যে, সেটাকে মোমের ন্যায় নরম করে খাওয়ার উপযোগী করে দেয়। এছাড়া চিনি, পুদিনার ঢাল ও সুপারীও মাংস গলানোর কাজে আসে। অনেকক্ষণ ধরে চুলায় রাখলেও মাংস গলে যায়। যখন তরকারী কিংবা পোলাও ইত্যাদি রান্না করবেন তখন মুরগী ইত্যাদির মাংসকে ছোট করে নিন, যাতে অভ্যন্তরেও রান্না হয়ে যায়।

আমার **মাদানী পরামর্শ** হচ্ছে যে, প্রতিটি তরকারীতে তাবার্‌রুক স্বরূপ অল্প পরিমাণ কদু শরীফ দেয়ার অভ্যাস করুন। মাংসে সবজী দেয়ার একটি ফায়দা এটাও রয়েছে যে, এতে মাংসের কিছু বিপরীত প্রভাব দূরীভূত হয়ে যায়।(ফয়যানে সুন্নত, ১ম খন্ড, ৪৫৭ পৃষ্ঠা)

তরকারী পুড়ে গেলে!

উপরিভাগ থেকে মাংস ও মসল্লা বের করে নিন। অন্যপাত্রে তেল দিয়ে পিঁয়াজ লাল করার পর এসব মাংস ও মসল্লা ইত্যাদি দিয়ে আধা কাপ দুধ ঢেলে দিন। দুধের মাধ্যমে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ পোড়া গন্ধ দূরীভূত হয়ে যাবে। (ফয়যানে সুন্নত, ১ম খন্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

দুরূদ শরীফের স্থলে (দঃ সঃ) লেখা বৈধ নয়

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আ'যমী عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَارِى বলেন: জীবনে একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করা ফরয ও যিকরের জলসায় (যেখানে প্রিয় **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হচ্ছে সেখানে) দুরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব। চাই নিজে পবিত্র নাম নিক কিংবা অন্যের (মুখ) থেকে শুনে থাকুক। যদি এক মজলিসে একশবার (**তাঁর** পবিত্র নামের) আলোচনা আসে তখন প্রতিবার দুরূদ শরীফ পড়া উচিত। যদি পবিত্র নাম নিল কিংবা শুনল কিন্তু ঐ সময় দুরূদ শরীফ পড়লো না তবে অন্য কোন সময় তার বদলা স্বরূপ পড়ে নিবে। পবিত্র নাম লিখলে তখন দুরূদ শরীফ অবশ্যই লিখবে। কেননা অনেক ওলামায়ে কিরামের মতে ঐ সময় দুরূদ শরীফ লিখা ওয়াজিব। আজকাল অধিকাংশ মানুষ দুরূদ শরীফ (অর্থাৎ পরিপূর্ণ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখার) পরিবর্তে (বাংলায় দঃ সঃ সাঃ) লিখে থাকেন,এরকম লিখা নাজায়িয ও কঠিন হারাম। অনুরূপভাবে رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর স্থলে (রঃ,রাঃ) লিখে থাকেন এটাও উচিত নয়। (বাহারে শরীয়াত, খন্ড-৩য়, পৃ-১০১-১০২, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী) **আল্লাহ** عَزَّوَجَلَّ!এর নাম মুবারক লিখে তাতে'জ্বীম' লিখবেন না। عَزَّوَجَلَّ পূর্ণভাবে লিখুন।

জান্নাত থেকে বঞ্চিত কে ?

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম, রাসূলে মুহতাশাম, শাফেয়ে উমাম, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

(সহীহ বোখারী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১৫, হাদীস নং-৬০৫৬, দারুল ইলমিয়া বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়েনিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সওয়াব অর্জন করুন।

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ কুর'আন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুন্নতে ভরা ইজতিমায় সারবাত অতি অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নত প্রশিক্ষনের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন'আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশদিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী জেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه

নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন'আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মাদিনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মো-০১৯২০০৭৮৫১৭
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মো-০১৮১৩৬৭১৫৭২,০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মাদিনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মো-০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net
Web : www.dawateislami.net

مکتبۃ المدینہ প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল মদীনা
দা'ওয়াতে ইসলামী

www.AmarIslam.com